দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 27 2002

তারিখ ……… পৃষ্ঠা ……… কলাম ………

পাবনার স্কুল ও মাদ্রাসার ফরম পূরণে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ আদায়

পাবনা, ২৬ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ পাবনার বিভিন্ন স্থানে ২০০৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফরম পূরণ ও কোচিং ফীর নামে অতিরিক্ত টাকা আদায় করার অভিযোগ উঠেছে। অতিরিক্ত টাকা আদায় করে এক শ্রেণীর শিক্ষক ও গবর্নিং বডির সদস্য লাভবান হচ্ছেন। অন্যদিকে গ্রামের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকরা কৃষক। অতিরিক্ত ফী প্রদানে তারা হিমশিম খাচ্ছেন। অতিরিক্ত হারে টাকা আদায় করায় কোন কোন অভিভাবককে জমি বন্ধক রেখে অথবা উচ্চ সুদের টাকা ঋণ করতে হচ্ছে। অনেক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক গবর্নিং বডির সদস্যদের বাড়িতে ধর্ণা দিচ্ছেন।

অভিযোগে প্রকাশ ফরিদপুর, আটঘরিয়া, চাটমোহর, বেড়া, সাঁথিয়া উপজেলাসহ জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল-মাদ্রাসায় এসএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে উচ্চহারে বা অতিরিক্ত ফরম পূরণের টাকা নেয়া হচ্ছে। ফরিদপুর উপজেলার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ফরম পূরণে মেয়েদের কাছ থেকে ১৫শ' টাকা থেকে ১৬শ' টাকা আদায় করা হচ্ছে। তাদের ফরম পূরণের নির্ধারিত চার্টে দেখা যায়, ইনসিডেন্টাল ফী-৭০ টাকা, পরিদর্শন ফী-৭০ টাকা, ব্যবহারিক ফী-৭৫ টাকা ছাড়াও ল্যাবরেটরি ফী-৭৫ টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ফী-৮০ টাকা, শিক্ষক কল্যাণ ফী-৮৫ টাকা, সেশন চার্জ ২০০ টাকা, কোচিং ফী-২৫০ টাকা, বিবিধ ২০ টাকা। এ টাকা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত টাকার অতিরিক্ত। অথচ সরকারীভাবে মেয়েদের মাধ্যমিক স্তরে ফরম পূরণের জন্য ৪৫০ টাকা উপবৃত্তি দেয়ার কথা। এছাড়া এ উপজেলার বয়েজ উচ্চ বিদ্যালয়ে আরও বেশি টাকা আদায় করা হচ্ছে। প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে নির্ধারিত সেসন পর্যন্ত টাকা পরিশোধের পরও তারা আরও ৬ মাস বেশি বেতন আদায় করছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৩ সালের দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য চাটমোহর উপজেলার এনায়েতুল্লাহ সিনিয়র মাদ্রাসায় অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অধ্যক্ষ মওলানা হাবিবুল্লাহ তার ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণ বাবদ দু'তিন গুণ অর্থ আদায় করছেন। অভিযোগে প্রকাশ, পরীক্ষার্থীদের এও বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে যে, চাহিদা মতো টাকা না দিলে পরীক্ষার সময় তাদের সহযোগিতা করা হবে না। জানা যায়, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর নির্দিষ্ট ফী ৬১৫ টাকা, যার মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক পত্রের জন্য ৩৫ টাকা, মার্কশীট ফী ৩০ টাকা, ব্যবহারিক ২০ টাকা, কেন্দ্র ফী ১৩০ টাকাসহ অন্যান্য ফী। কিন্তু চাটমোহর এনায়েতুল্লাহ সিনিয়র মাদ্রাসায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে ১২শ' থেকে ১৪শ' টাকা। আদায়কৃত অতিরিক্ত টাকা অধ্যক্ষ নানাভাবে খরচ দেখিয়ে আত্মসাত করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষার্থী অভিভাবকদের দুর্ভোগ

এদিকে একইভাবে আটঘরিয়া উপজেলার বিভিন্ন হাইস্কুলেও বোর্ড নির্ধারিত ফী চেয়ে অতিরিক্ত ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি টাকা আদায় করা হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে ফরম পূরণের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এখানকার বিভিন্ন স্কুলে এসএসসি ফরম পূরণের জন্য ১৩শ' থেকে ১৪শ' টাকা এবং অকৃতকার্য হলে প্রতি বিষয়ের জন্য আরও ৫০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া উন্নয়ন ও কোচিং ফী-এর নাম করে আদায় করা হচ্ছে ৩শ' থেকে ৫শ' টাকা পর্যন্ত।

এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষক। এভাবে অতিরিক্ত হারে টাকা আদায় করায় অধিকাংশ অভিভাবককে জমি বন্ধক রেখে অথবা উচ্চ সুদের টাকা ধার করে স্কুল-মাদ্রাসার পাওনা পরিশোধ করতে হচ্ছে। শত অসুবিধা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অভিভাবকরা এসব টাকা যোগাড় করছেন।